কমপিউটার জগৎ-এর ২২ বছরের পথরেখা ও আমাদের প্রত্যাশা

কমপিউটার জগৎ-এর ২২ বছরের পথরেখায় নিরবচ্ছিন্নভাবে সত্যিকারার্থে কোনো পাঠক যদি থেকে থাকেন, তাহলে আমি নিজেকে সেই দলের অন্যতম এক সদস্য হিসেবে দাবি করতে পারি। আমার এ দাবির অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশে আমিই একমাত্র পাঠক যে কিনা গত ২২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কমপিউটার জগৎ পড়ে আসছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আমার মতো আরও অনেক পাঠক আছেন যারা কমপিউটার জগৎ-এর এ দীর্ঘ পথরেখার সাথে পরিচিত।

কমপিউটার জগৎ-এর প্রথম সংখ্যাটি ১৯৯১ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। কমপিউটার জগৎ তার সূচনা সংখ্যাটিতে 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' শীর্ষক দাবিধর্মী প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে কার্যত বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের গোড়াপত্তন শুরু করে। কমপিউটার জগৎ সে সময় যথার্থ অর্থেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, কমপিউটার প্রযুক্তি তথা তথ্যপ্রযুক্তি ধনী-গরিব, ছোট-বড়, প্রতিটি দেশে যে অপার সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে, তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক দৈন্য দূর করতে সক্ষম হব।

আর এ কারণে সেই ১৯৯১ সাল থেকে কমপিউটার জগৎ হাতিয়ার হিসেবে দেশে কমপিউটার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসতে থাকে, যা একটি মাসিক পত্রিকার জন্য বিরাট অবদান রাখা হিসেবে আমি ব্যক্তিগতভাবে দাবি করতে পারি। কেননা কমপিউটার জগৎ সে সময় যেসব বিষয়ের লেখালেখি ও দাবিগুলো জাতির সামনে তুলে ধরত এবং বিভিন্ন সভা-সেমিনার করত তা ছিল অকল্পনীয়। তখন এদেশের কোনো দৈনিক পত্রিকা এসব বিষয়ে যেমন কর্ণপাত করেনি বা গুরুত্ব দেয়নি, তেমনি গুরুত্ব দেয়নি এদেশে আইসিটিসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো, বিশেষ করে বিসিএস এবং বেসিস। আর আইএসপিএবির তো জন্মই হয়নি। সে সময় বিসিএস এবং বেসিসের সদস্যসংখ্যাও ছিল হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। ফলে সঙ্গত কারণে এদের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতাও ছিল খুব দুর্বল। যার জন্য কোনো জোরালো দাবি তুলতে পারত না। তাছাড়া সে সময় সরকারি নীতিনির্ধারণী মহল এদেশে আইসিটি তথা কমপিউটারায়নের প্রতি ছিল প্রচণ্ড উদাসীন। আর এ উদাসীনতা ছিল মূলত অজ্ঞানতা ও কমপিউটার ভীতি। কেননা সে সময় অনেকেই মনে করত এদেশে কমপিউটারের ব্যাপক বিস্তার ঘটলে বেকারত্ব অনেক বেড়ে যাবে।

এমনই এক ক্রান্তিকালে কমপিউটার জগৎ সূচনা করে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তারের এক আন্দোলন। বলা যায়, অনেকটা একক প্রচেষ্টায় কমপিউটার জগৎ এ আন্দোলন চালিয়ে যায়, যেখানে সহযোগী ছিল হাতেগোনা কয়েকটি কমপিউটার ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান। এতে ছিল না দেশের সর্বসাধারণসহ নীতিনির্ধারণী মহল ও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার অবদান। দেশে কমপিউটারায়নের জন্য কমপিউটার জগৎ আয়োজন করে দেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা আইসিটি সংগঠন এই প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজনের কাজটি করেনি তখন। আর এ কাজটি করেছেন কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আবদুল কাদের। তিনি এদেশের প্রথম ইন্টারনেট সপ্তাহ পালন করেন। চালু করেন বিবিএস বুলেটিন বোর্ড সার্ভিস।

কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের সে সময় নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রকাশ করেন বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের ওপর বাংলা সহায়িকা, যা সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় দেয়া হয় গ্রাহক হওয়ার শর্তে। কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আবদুল কাদের এ কাজটি করেন মূলত কমপিউটার সাক্ষরতা প্রসারের জন্য।

এদেশে কমপিউটারের ব্যাপক বিস্তারের জন্য ভ্যাট-ট্যাক্স প্রত্যাহারে জোরালো দাবিও জানায় সর্বপ্রথম কমপিউটার জগৎ। অবশ্য আইসিটিসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো দাবি জানালেও তেমন গুরুত্ব পায়নি সরকারি মহলের কাছে। কেননা সে সময় এ সংগঠনের সদস্য খুব কম ছিল এবং আইসিটি সম্পর্কে দেশের মানুষ তেমন সচেতনও ছিলেন না। তাই আইসিটিসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো ভ্যাট-ট্যাক্স প্রত্যাহারে তেমন সফলতা পায়নি প্রথম দিকে। তখন মিডিয়া হিসেবে কমপিউটার জগৎ-এর ভূমিকা ছিল অনন্য।

আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় ঘোষণা করে তা মূলত কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদেরের ১৯৯১ সালে সূচিত আন্দোলন 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'-এর আধুনিক সংস্করণ ছাড়া তেমন কিছুই নয়। আজকে বাংলাদেশের আইসিটির যে জোয়ার দেখা যাচ্ছে, সেখানে কমপিউটার জগৎ-এর সরাসরি অবদান না থাকলেও পরোক্ষ অবদান অনেক আছে, যা এই দেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনকে আরও বেগবান করে। এক্ষেত্রে অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদেরের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বলা যায় বাংলাদেশে আইসিটির ব্যাপক সম্প্রসারণে অনন্য ভূমিকা পালন করেন কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের। তার অনন্য অবদানের জন্য তাকে যথাযথভাবে সম্মানিত করা হোক তা বাংলাদেশের সব প্রযুক্তিপ্রেমীর প্রত্যাশা। আমরা প্রত্যাশা করি আইসিটিসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ইন্টারনেটের দাম কমানো হোক

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের আইসিটি খাতের কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা দেয়ার পর। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের আইসিটি খাতের অবস্থা যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি সৃষ্টি হয়েছে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের যথেষ্ট কর্মসংস্থান। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশ আইসিটি খাতে আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে পড়েছে শুধু ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা দেশব্যাপী অপ্রতুল হওয়ার কারণে। অর্থাৎ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখনও তেমনভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে না ব্যান্ডউইডথের উচ্চমূল্যের কারণে।

সম্প্রতি বেসিস নেতারা ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহার, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট ব্যবহার সম্প্রসারণের জন্য ইন্টারনেটের দাম উল্লেখযোগ্য হারে কমানোর জন্য বিটিআরসি চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোসের সহযোগিতা কামনা করেন। বেসিসের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

দেশের তরুণ আইটি উদ্যোক্তা, বিশেষ করে মোবাইল ফোন কনটেন্ট ও ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য ব্যবসায়বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিটিআরসির প্রত্যক্ষ ভূমিকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন বেসিস নেতারা। এজন্যও বেসিসকে ধন্যবাদ জানাই। একই সাথে বেসিস নেতাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা– তারা দেশে ইন্টারনেটের ব্যাপক বিস্তারের জন্য শুধু সরকারের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করে বাংলাদেশের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের পকেট ভারি করাবে তা মেনে নেয়া যায় না। সরকার গত কয়েক বছরে অনেকবার ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের দাম কমিয়েছে। কিন্তু দেশে সাধারণ ব্যবহারকারীরা কোনোভাবে তাতে লাভবান হয়নি। কিন্তু কেনো হয়নি সে ব্যাপারে বেসিসকে তো উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি কখনও। বেসিসের কি উচিত ছিল না দেশের আইএসপিএবির সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করা, যাতে তারা ইন্টারনেট ব্যবহারে দাম কমায়। আমরা আশা করব বেসিস এ ব্যাপারে আইএসপিএবির সাথে আলোচনা করে ইন্টারনেট ব্যবহারের দাম কমানোয় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। সেই সাথে প্রত্যাশা করি সরকারও ইন্টারনেটের ওপর ভ্যাট মওকুফ করবে।

প্রিয়ন্তী
রুহিতপুর, কেরানীগঞ্জ

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।